দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 0 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

ভোলা থেকে শুরু হলো স্কুল ফিডিং আন্দোলন

॥ আফসার উদ্দিন বাবুল, দৌলতখান (ভোলা) সংবাদদাতা ॥

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' বাস্তবায়নের আন্দোলন শুরু করেছে। সম্প্রতি ভোলা থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়েছে। মানববন্ধন, রাষ্ট্রপতিকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদানের মধ্যদিয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা তুলে ধরার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পর্যায়ক্রমে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হবে।

ভোলা শহরে কোস্ট ট্রাস্ট সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংস্থার লোকদের নিয়ে এক মানববন্ধন, আলোচনা সভা করে।

জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে দেয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে একটি। দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালগুলোর অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ে আসে অভুক্ত কিংবা অর্ধভুক্ত অবস্থায়। প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে অনেকে ক্লাস না করেই বিদ্যালয় থেকে চলে যায়, ক্লাসে মনোযোগী হতে পারে না, পুষ্টিহীনতার ভোগে। ক্লাসের পড়া বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারে না। যদি সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ফিডিং (খাবার) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে তাহলে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে এবং শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ছাত্র-ছাত্রীরা সকালের ক্লাসের ন্যায় বিকালের ক্লাসগুলোতে সমান মনোযোগী হতে পারবে।

কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ শিশু বয়সের তুলনায় কম ওজনের। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যে স্বার্থে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা উচিত। এদিকে সরক অনুমোদিত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) স্কুল ফিডি কর্মসূচির একটি সম্ভাব্য হিসেবে বলা হয়েছে, যদি প্রাথমিক শিক্ষ খাদ্য কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন হয়, তাহলে প্রাথমি শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে। একই সঙ্গে পুষ্টি সমস্যার সমাধানেও ভূমি রাখবে।

সারাদেশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ফি প্রদানের জন্য প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। কিন্তু কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হলে অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহানি ও শিক্ষার মা যে অধঃগতি ঘটবে, তাতে জাতির ক্ষতির পরিমাণ হবে আরো অনে বেশি। যা অর্থের মাপকাঠিতে মাপা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের উদ্যোগে স্কু ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে বলে কোস্ট ট্রাস্ট মনে কর আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে এ কর্মসূচি রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু রয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে গেলে 'স্কুল ফিডিং' পিআরএস সাফল্যের মাত্রা বিন্দু হতে পারে বলে স্মারকলিপিতে বলা হ দুপুরের খাবারই হচ্ছে স্কুল ফিডিং-এর মূল কথা। সেটা রান্না প্যাকেটজাত হতে পারে।

কোস্ট ট্রাস্টের শিক্ষা বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা সাইফ ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন এডভোকেট ওবায় রহমান শাজাহান, অধ্যক্ষ আফসার উদ্দিন বাবুল, মোবাশ্বির উ চৌধুরী, ফরিদ হোসেন বাবুল, অমিতাভ রায় অপু, শামস-উল-আ মিঠু, হারুন-অর-রশিদ, মোকাম্মেল হক মিলন, ফেরদৌস হাওলাদ